আহা কী আরাম
সিগন্যাল তুলে, ফেলে...
...ভাঙছি বাদাম

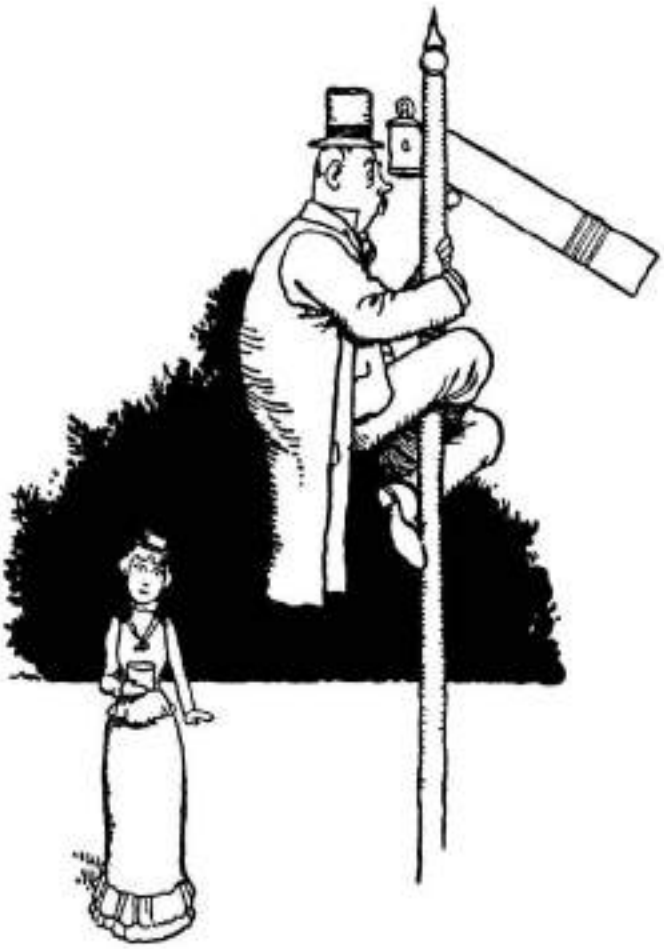

রেলপাগলার খেরোর খাতা

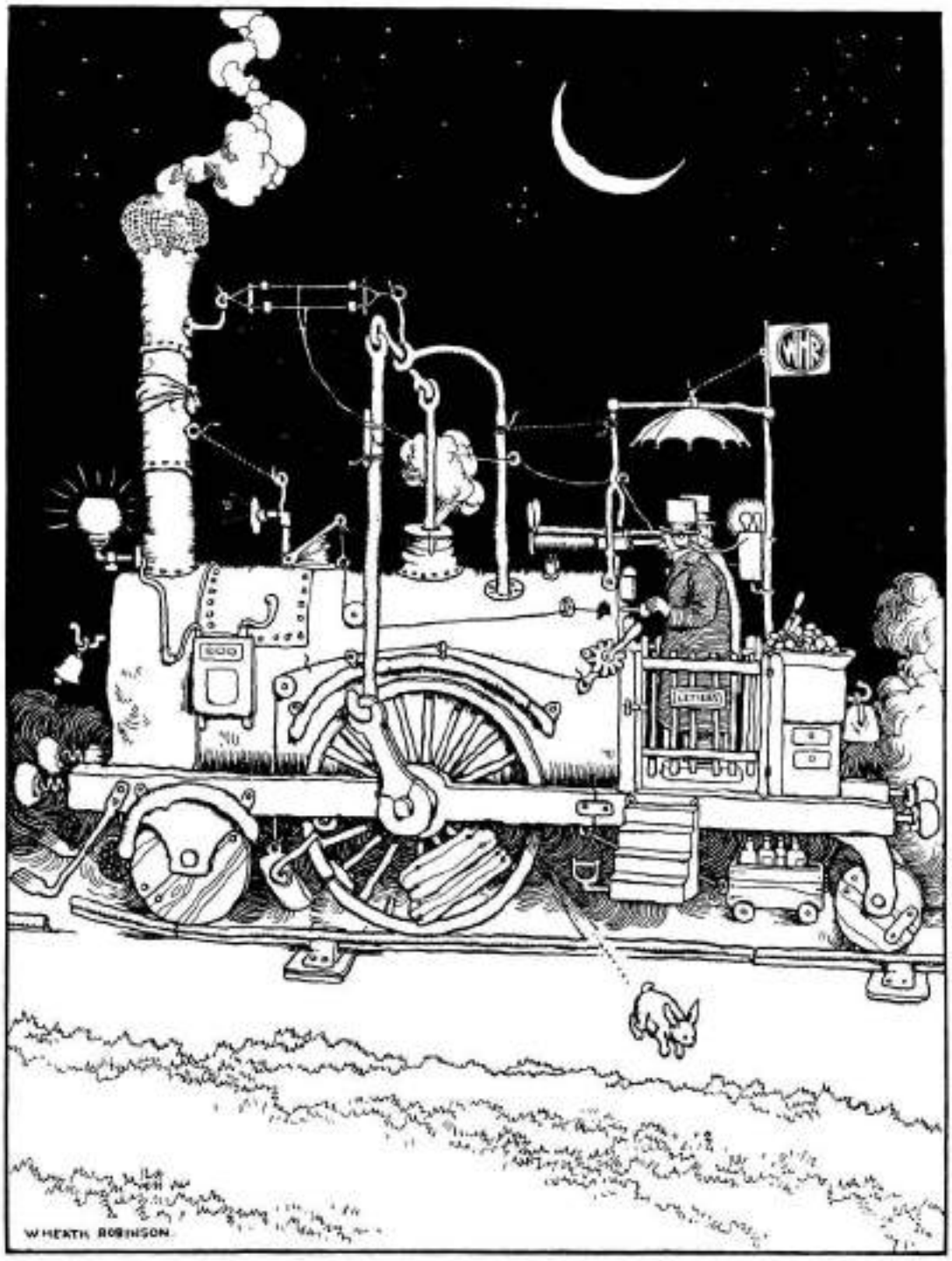

লেখক শ্রীমান হিথ রবিনসনের নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত রেলওয়ে ইঞ্জিন
(গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলপথে সচরাচর ইহার দেখা পাইবেন না)

রেলপাগলার খেরোর খাতা

রেলওয়ে রসিকতার সংগ্রহশালা

চিত্র: ডবলিউ হিথ রবিনসন

বাংলা ভাষ্যরচনা: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

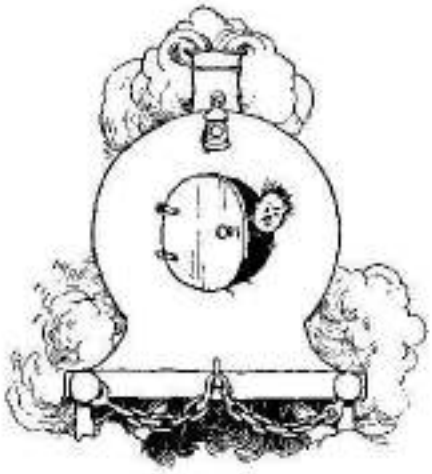

গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, প্যাডিংটন স্টেশন, ডব্লিউ এস-এর তরফে জেনারেল ম্যানেজার
জেম্‌স মিলনে কর্তৃক কোম্পানির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সন ১৯৩৫-এ প্রথম প্রকাশিত

মন্তাজ

ভাষ্যকারের ভাষ্য

শৈশবে 'সন্দেশ'-এ শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রথম আলাপ করিয়েছিলেন ডব্লিউ হিথ রবিনসনের কাজের সঙ্গে। এ বইয়ের গুটি দুই-তিন রেলচিত্রের সঙ্গে দু-তিন লাইনের অনবদ্য সব ছড়া জুড়ে সেখানে প্রকাশ করে গোটা বইটার জন্য খিদে বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অতএব এ যাত্রা সে সুযোগ পেয়ে তার সব ক-টা ছবির সঙ্গেই ছোটো ছোটো ছড়া জুড়ে এ বই তৈরি হল। বইটি নিছক কার্টুন সংকলন নয়। তাতে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের গোটা ইতিহাসটাও নিপুণভাবে ধরা আছে। তাই প্রয়োজনবোধে ধরতাই দেবার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ইতিহাসবিষয়ক টীকাও জুড়ে দেয়া গেল। আশা করি, ভালো লাগবে। এবং, কল্পবিশ্ব এবং মন্তাজকে ধন্যবাদ। গতানুগতিক বই লিখে লিখে বেজায় অরুচি হয়ে গিয়েছিল। এমন একটা কাজ করিয়ে ফের লেখবার আগ্রহটা ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলের বয়েস হল একশো। তবে গাছ, কাছিম আদি শতায়ুদের সঙ্গে তার গরমিল একটাই, এ কোম্পানি বয়েস বাড়লে তরুণ হয়। এ কোম্পানি নিজের কাজের ব্যাপারে কষ্টার্জিত সুনাম বজায় রাখতে যতই সচেষ্ট হোক, তাতে তার স্বভাবে ফুর্তির ঘাটতি হয় না কোনো। তা নইলে ডব্লিউ হিথ রবিনসন সাহেবকে তার ইতিহাসের নানান ঘটনা নিয়ে এমন সব মজাদার ছবি আঁকবার সুযোগ কি সে দিত!

আসলে ব্যাপার হল, মাঝে মাঝে একটু হালকা হাসিঠাট্টা করলে জীবনের ভারটা খানিক কমে। তাই আমাদের আশা, বইটি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষকদের ভালোবাসা পাবে।